সংবাদ

তারিখ 0 6 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 8

বদরগঞ্জ বুজরুক হাজিপুর নয়াপাড়া স. প্রা. স্কুল

টাকা না পেয়ে শিক্ষার্থীদের বই না দেয়ার সত্যতা পেল দুটি তদন্ত কমিটি

প্রতিনিধি, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে অবস্থিত বুজরুক হাজিপুর নয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক টাকা ছাড়া পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাত মাসেও বিজ্ঞান বই না দেয়ায় পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি ঘটনার সত্যতা পেয়েছে। একারণে তদন্ত কর্মকর্তারা ঘোষণা দিয়েছেন- ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। গত বৃহস্পতিবার ঘটনা তদন্ত করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তদন্ত কমিটি। এর আগে একই ঘটনা তদন্ত করেছে উপজেলা শিক্ষা অফিসের গঠিত তদন্ত কমিটি। এরই মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্ত কর্মকর্তারা।

জানা যায়, গত ২৮ জুলাই উপজেলা শিক্ষা অফিসের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তারা তদন্ত করেন। সে সময় প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মনিরুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেছিলেন তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা অফিসারের কাছে জমা দেয়া হবে। সে অনুযায়ী গত মঙ্গলবার তিনি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এর আগে অবশ্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তদন্ত কমিটি ঘটনা তদন্তে আসার কথা থাকলেও মোট দু'দফা তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার ঘটনা তদন্তে আসেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াসমিন আক্তার ও উপবৃত্তি প্রকল্পের জেলা মনিটরিং অফিসার শামীমা আক্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মহিউদ্দিন আহম্মেদসহ অন্যরা।

তদন্ত শেষে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াসমিন আক্তার বলেন, প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। তাই তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে সুপারিশ করা হবে।

এদিকে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, শিক্ষা অফিস বই না দিলে আমি কি করব। উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিজেকে রক্ষায় আমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বই না থাকার কারণে অন্য স্কুল থেকে একটি বিজ্ঞান বই সংগ্রহের পর তা ফটোকপি করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সরবরাহ করতে চেয়েছিলাম। এ কারণে শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে ১০০ টাকা করে চাওয়া হয়েছিল।

অপরদিকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মহিউদ্দিন আহম্মেদ বলেন, ওই প্রধান শিক্ষক মোট দু'দফায় বই নিয়েছেন- শিক্ষা অফিসে তার প্রমাণও রয়েছে। তিনি বলেন, নজরুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক হওয়া তো দূরের কথা সাধারণ শিক্ষক হওয়ারও অযোগ্য। তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

উল্লেখ্য গত ২৪ জুলাই প্রধান শিক্ষককে ১০০ টাকা করে প্রদাণ না করায় সাত মাসেও বই না দেয়ার বিষয়ে অভিযোগ করেন পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। এনিয়ে সংবাদে খবর প্রকাশিত হলে উপজেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে পৃথক দু'টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।